১. ফসলঃ কেপসিকাম (মিষ্টিমরিচ)

২. জাতঃ বারি মিষ্টি মরিচ-১, অন্যান্য জাতের মধ্যে কিছু হাইব্রিড জাত যেমনঃ কেলিফর্নিয়া ওন্ডার (California Wonder), ইয়েলো ওন্ডার (Yellow Wonder) বাংলাদেশে চাষ হয়ে থাকে।

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ প্রায় সব রকম মাটিতেই কেপসিকাম জন্মে। তবে দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ মাটিতে এর চাষ ভালো হয়ে থাকে।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নোরুপ-
  - ✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে।
  - ✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।

বিশেষ পরামর্শঃ বাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এবং ভালো সুষ্ঠ বীজ নির্বাচনের জন্য কৃষক, নমুনা বীজ মাঠ পর্যায়ে পরিক্ষা করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার ৮০% এর বেশী হবে।

- বীজের হারঃ ১০১-১০২ গ্রাম বীজের চারা ১ একর জমিতে রোপন করা যাবে (১৭৩০০-১৭৫০০/একর চারা)।
- বীজ শোধনঃ প্রতি কেজি বীজে ১ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৫. জমি তৈরীঃ

- জমি চাষঃ জমি ভালভাবে চাষ ও ও মই দিয়ে সমতল করে আগাছা বাছাই করতে হবে।
- বীজ তলা তৈরীঃ ৩ ও ১ মিটার আকারের বীজতলা করে সেখানে বীজ বপন করা হয়।
- বীজ তলার পরিচর্যাঃ মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে ও আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- বপন ও রোপন এর সময়ঃ অক্টোম্বর থকে নভেম্বর এ বীজ রোপন করতে হবে।
- ছিটিয়ে বা লাইনে বপনঃ লাইনে বপনের ক্ষত্রে মূল জমিতে গাছ থকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেমিঃ এবং লাইন থকে লাইন এর দূরত্ব ৫০ সেমিঃ

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ একর পতি নিম্নক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে-

ক্রমিক নং	সারের নাম	সারের পরিমাণ
১.	গোবর	৪-৪.৫ টন
২.	ইউরিয়া	৮৫-৯০ কেজি

www.amaderkrishi.com

৩.	টি.এস.পি	১৩০-১৪০ কেজি
৪.	এম ও পি	৮০-৮৫ কেজি
৫.	জিপ্সাম	৪০-৪৫ কেজি
৬.	জিং অক্সাইড	২.০ কেজি

অর্ধেক গোবর শেষ চাষে এবং বাকী অর্ধেক গোবর, সম্পূর্ন টি.এস.পি, জিপ্সাম, জিং অক্সাইড এবং এক তৃতীয়াংশ এম ও পি, ইউরিয়া গর্ত তৈরীর সময় দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এম ও পি ২৫ দিন ও ৫০ দিন পর দুই ভাগে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ জমিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে।
- সেচের পরিমাণঃ পরিমিত মাত্রায় সেচ দিতে হবে যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে।
- নিষ্কাশনঃ পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগবালায়ঃ

ক. এনথ্রাক্সনোজঃ

দমন পদ্ধতিঃ

- রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- সুস্থ ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ভিটাবেক্সদিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। ২০০-
- ছত্রাক নাশক-বেভিস্টিন ২ গ্রাম/লিটার বা (Knowin @ 2 g/L)পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

খ. ফাইটোফথোরা ব্লাটঃ

দমন পদ্ধতিঃ

- রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- সুনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- রিডোমিল গল্ড ২গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

গ. ভাইরাস জনিত রোগঃ

- রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- সুস্থ ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

www.amaderkrishi.com

- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ভাইরাসের বাহক কে দমন করার জন্য পিরিমোর ১.৫ মিলিঃ/অথবা ২ গ্রাম/লিঃ পানি অথবা মেলাথিওন ১.৫/২.০ মিলিঃ/লিঃ পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতা হবে।

পোকামাকরঃ

ক. এফিডঃ

দমন পদ্ধতিঃ

- প্রথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।
- সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।
- পিরিমোর ১.৫ মিলিঃ/অথবা ২ গ্রাম/লিঃ পানি অথবা মেলাথিওন ১.৫/২.০ মিলিঃ/লিঃ পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতা হবে।

খ. মাইটসঃ

দমন পদ্ধতিঃ

- নিম তৈল ৫ মিলি (১ মিথা)+৫ গ্রাম ট্রিক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করতে হবে।
- এক কিজি অধা ভাঙ্গা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেঁকে নেওয়ার পর) আক্রন্ত স্থানে স্প্রে করতে হবে।
- ওমিট/ভার্মিটেক ২ গ্রাম/লিঃ পানি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অথবা পারফেকথিয়ন মেটাসিসটক্স এক চা/চামচ ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট বা টলস্টার ২ প্রতি লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে। (মিলি পরিমাণ

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ গাছে ফুল আসার সময় এবং তার ২০ থেকে ৩০ দিন পর হরমোন জাতীয় ওষুধ প্ল্যানোফিক্স ১০ থেকে ১২ লিটার পানিতে ২ মিলি হারে বা ৪ থেকে ৫ লিটার পানিতে ১ মিলি সেলমন দ্রবন তৈরি করে গাছে প্রয়োগ করলে মিষ্টি মরিচ অকালে ঝরে পড়ে না ও ফলন বাড়ে।

১২. ফসল কাটাঃ

- সময়ঃ কেপসিকামের রং লাল হতে শুরু করলে ফসল তোলা যায়। কেপসিকাম কাঁচা ও পাকা দুই ভাবেই খাওয়া যায়। কাঁচা মরিচ তুলতে হলে তা যেন বেশ শক্ত , সবুজ ও পুরু থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে।

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

১৪. ফসল মারাইঃ

১৫. প্যাকেজিং:

১৬. সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

www.amaderkrishi.com

১৭. বাজারজাত ব্যবস্থাঃ

১৮. তথ্যের উৎসঃ AIS, BARI, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ekrishok.com, krishitey.com, ruralinfobd.com

১৯. সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ): July, 2014

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন- info@amaderkrishi.com

www.amaderkrishi.com